রূপসী পিকচার্সের

স্বীকারোক্তি

পরিচালনা

জ্ঞানেশ মুখার্জী

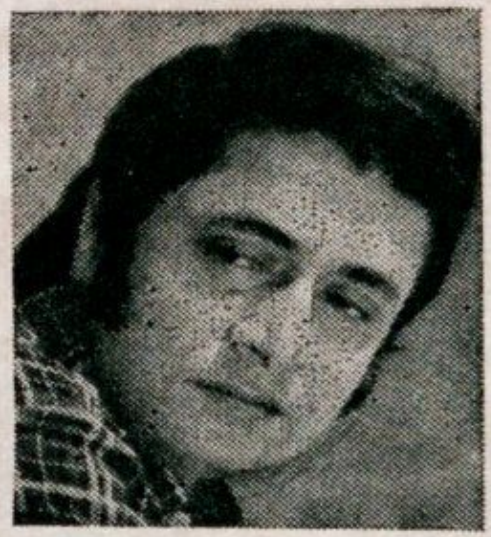

প্রযোজনা ঃ

হরিদাস সান্যাল

রূপসী পিকচার্সের

প্রথম নিবেদন

স্বীকারোক্তি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ

জ্ঞানেশ মুখার্জী

কাহিনী ঃ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

"মেঘলোক"-এর

ভাবধারা অবলম্বনে

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ

নর্মদা চিত্র

চিত্র গ্রহণ : দীপক দাস ।। প্রধান সম্পাদনা : রমেশ যোশী
সম্পাদনা : কালীপদ রায় ।। শিল্পনির্দেশনা : সূর্য চট্টোপাধ্যায়
শব্দ গ্রহণ : বাণী দত্ত, জে, ডি, ইরাণী, অনিল দাস ।।
শব্দ গ্রহণ বহিঃদৃশ্য : রবীন সেনগুপ্ত ।। সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন
চট্টোপাধ্যায় ।। পুনঃ শব্দ যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ।।
রূপসজ্জা : গৌর দাস ।। প্রধান কর্ম্মসচিব : সুখেন চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপনা : পাঁচুগোপাল দাস, শঙ্কর দাস, শান্তি দাস ।।
পরিচয় লিখন : বিরাজ সেনগুপ্ত ।। প্রচার : ধীরেন মল্লিক ।।

গীত রচনা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**
সঙ্গীত পরিচালনা : **অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**
নেপথ্য কণ্ঠে : **মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়**

স্পেশ্যাল এফেক্ট : তাপস সেন। সহকারী : নিশীথ, দুলাল, কমল

— সহকারীগণ —

পরিচালনা : দুর্গাচরণ ভট্টা, সুধীর চট্টো, সূর্যনারায়ণ তিওয়ারী ।।
চিত্রগ্রহণ : শঙ্কর চট্টো, বাউরীজানা, বরুণ রাহা, নীলোৎপল
সরকার ।। সঙ্গীত : গৌতম ব্যানার্জী, সুধাংশু ব্যানার্জী ।।
সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারুই ।। শব্দ গ্রহণ : বাবাজী শ্যামল।
শিল্প নির্দেশনা : রামনিবাস ভট্টা ।। সম্পাদনা : উজ্জল নন্দী।
আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টা, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্ম্মা,
সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, কাশী কাঁহার, রামদাস কাঁহার,
হংসরাজ, তুলসী ভট্টা ।। ষ্টুডিও তত্বাবধানে : আনন্দ চক্রবর্ত্তী
রসায়নাগারে : অবনী রায়, ফণীভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী,
রবীন ব্যানার্জী, অবনী মজুমদার, পঞ্চানন ঘোষ,
কানাই ব্যানার্জী ।।

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

বীরু মুখোপাধ্যায় । শেখর চ্যাটার্জী । আসানসোল পলিটেকনিক
এবং শিক্ষক, ছাত্র, কর্ম্মীবৃন্দ ও আবাসিকবৃন্দ ।
রেকিট এণ্ড কোলম্যান (ধাদকা) কর্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মীবৃন্দ। বিমল
চট্টোপাধ্যায়। অমল কান্তি ঘোষ। মিহির পাল (কালিঝোড়া)।
ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট। পি, ডব্লু, ডি। পাইওনিয়র রেডিও। পূর্ণ
থিয়েটার। তরুণ চক্র। আনন্দ মুখার্জী। এ, কে, দাস। মৃণাল সেন।
রীণা সান্যাল। সুনীল মিত্র। জাম এয়ার। মিঃ সুদানী । ক্রমো
লাইট ইণ্ডিয়া (প্রাঃ) লিঃ। দীনবন্ধু ভড়। তিলক রায় চৌধুরী এবং
আরও অনেকে।
টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও। ক্যালকাটা মুভিটোন ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে
গৃহীত
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

গভীর রাত। কর্মব্যস্ত দমদম বিমান বন্দর। অল্পক্ষণ মধ্যেই ২৬৩নং ফ্লাইট কলিকাতার রাণওয়ে ত্যাগ করে দিল্লীর পথে যাত্রা করবে।

ডোমেস্টিক লাউঞ্জে নানা ধর্মের ও নানা জাতির যাত্রীরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন, লাউড-স্পীকার মাধ্যমে প্লেন ছাড়ার ঘোষণা শোনার জন্য।

একজন ভারতীয় পাদ্রী কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন দিল্লী পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে? জবাব পান দুঘন্টা দশ মিনিট!

ঠিক এমন সময়ে ডোমেস্টিক্ লাউঞ্জে ভেসে আসে মাইক মাধ্যমে ঘোষকের বাণী ২৬৩নং ফ্লাইট অনিবার্য্য কারণে ছাড়তে বিলম্ব হবে। যাত্রীরা একটু নড়েচড়ে বসেন, কারোর মুখে বিরক্তির ভাব, কেউবা ঘড়ি দেখেন।

প্রোফেসর সমাদ্দারকে দেখা যায় তাঁর অন্তঃসত্বা স্ত্রীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। স্ত্রী শান্তা পাশ ফিরতে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন কি না পেয়েছেন চিৎকার করে উঠেন ডাক্তারের সাহায্যের জন্য। ডাক্তার মুখার্জি কর্তব্যের খাতিরে এগিয়ে এসে সমাদ্দার ও শান্তাকে দেখে অবাক হন ও পরীক্ষার পর জানান ভয়ের কিছুই নেই।

ডাঃ বারবার লক্ষ্য করতে থাকেন সমাদ্দার ও শান্তাকে, ভাবতে থাকেন কি করে সম্ভব হল।

একে ওকে ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসেন ধুধুলিয়া একজন ব্যবসায়ী তার চলনে বলনে প্রকাশ করে বিমানে আজই তার প্রথম ভ্রমন। অভিনেত্রী অনিন্দিতা দেবীও একজন যাত্রী, তাকে দেখে মনে হয় কোন সাংঘাতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে তার মনের মধ্যে।

অবশেষে প্লেন ছাড়ে। এয়ার হোস্টেস্ রেবেকা ও ষ্টুয়ার্ট জন অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে তাদের কর্তব্য করে চললেও পাদ্রী লক্ষ্য করেন, বোঝেন তারা পরস্পরকে চায় ও ভালবাসে।

প্লেন চলেছে হঠাৎ প্লেনটা প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠে প্রাণ ভয়ে ভীত যাত্রীরা আর্তনাদ করে ওঠে–একটা ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমন সময়ে পাদ্রী এসে সকলকে কৃত পাপ স্বীকারের আহবান জানান। মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও পাপ স্বীকার করতে অনেকেই নারাজ। অবশেষে পাদ্রী নিজেই নিজের কথা স্বীকার করেন। তিনি খুনি, প্রতারক, পলাতক ও বিশ্বাসঘাতক। হাজার হাজার মানুষকে প্রতারণা করে আজ তিনি ধর্মযাজক হয়ে বসে আছেন।

পাদ্রীর স্বীকারোক্তি শেষ হওয়ার পর ব্যবসায়ী ধুধুলিয়া অশ্রুসজল চোখে বলেন অর্থের জন্য তিনি খাদ্যে ভেজাল দিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে টাকা চাই।

এবার স্বীকারোক্তির পালা ডাক্তারের। অনেক টালবাহানার পর তিনি বলেন তাঁর প্রধান ব্যবসা গর্ভপাত করান এবং তা সুরু হয়েছিল অভিনেত্রী অনিন্দিতাকে দিয়ে।

কান্না বিজড়িত কণ্ঠে অনিন্দিতা বলেন নিরাপত্তার অভাবে নাম ও গ্ল্যামারের মোহে পরিচালকের সঙ্গে তার অন্যায় জোট বাঁধা, প্রেমিক শৈবালকে প্রত্যাখ্যান এবং সেই প্রত্যাখ্যানের পরিণতি শৈবালের আত্মহত্যা। এর সবকিছুর মূলে ছিল তার কেরিয়ার।

এয়ার হোস্টেস্ রেবেকা ষ্টুয়ার্ট জনকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়। জন জানায় অসম্ভব। সে বিবাহিত, তার স্ত্রী ও সন্তান আছে! জনের স্বীকারোক্তি শেষ হবার আগেই সমাদ্দারের স্ত্রী চিৎকার করে ওঠে সব পাপ তার, সে পাপী, আবেগে বলে চলে তার কথা। বিয়ের আটবছর পরেও সন্তান সন্ততি না হওয়ায় স্বামীর গঞ্জনা, ননদের অবহেলা ও স্বামীর অভিযোগে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের বন্ধ্যা নাম ঘোচাতে হঠাৎ পাগলামীর বসে কেমন করে বিছানায় আমন্ত্রণ জানাল পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে॥

প্লেনের এই দুর্যোগ কি কাটবে? যাত্রীরা সব বাঁচবে না মরবে? সামনের রূপালী পর্দা তারই জবাব দেবে!

সঙ্গীত

— ১ —

শিল্পী ঃ মান্না দে

সারাটা দিন মুহু মুহু
কোকিল ডাকে কুহু কুহু
মনটা করে হু হু
বউ কথা কও
বউ কথা কও।
যদি বৌ বৌ বলে যখন তখন ডাকি
তুমি বুঝে নিও, ডাকছি আমি।
অন্যে যদি ভাবে ভাবুক
শুধুই সে এক পাখী
তুমি বুঝে নিও, ডাকছি আমি।
ঘোমটা মাথায় থাক বা না থাক
মুখ খানা অদ্ভুত।
চোখের কাজল মোটা সরু যেমনি হোক
চোখ ভরা বিদ্যুৎ।
তাই আসতে যেতে চমকে
আমি থমকে থেমে থাকি
তোমার ছায়ায় যায় জুড়িয়ে মনের তেপান্তর
রাগলে পড়ে কম বেশী যেমনি হোক
রাগটা যে সুন্দর।
ওই মুচকী হাসি টুকরো ক'রে
বুকটা ভরে রাখি

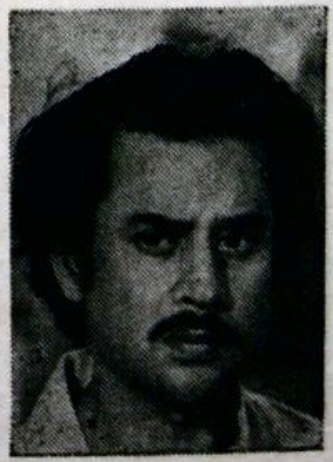

শিল্পী : আরতি মুখোপাধ্যায়

এক একটা কথা আছে যাকে চুপি চুপি বুকে নিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়।
কোন কোন ভালবাসা কোন দিনও জানাবার নয় ;
এ এক নিষ্ঠুর সত্যি কথা
কখন যে নিজেকেই লাগে অচেনা
কান্নাকে মুছে ফেলি ব্যথা মুছে না।
এতো প্রেম এতো সুখ
তবু এ কোন ফাঁকি খেলা
খেলে যে হৃদয়।
জীবনকে নিয়ে যত কাব্য করি
যতবার স্বপ্নে স্বর্গ গড়ি
ততবার মনে হয়
আমি হয়তো হারিয়ে যাব পাওয়ার ··· সময়

: রূপায়ণে :

রঞ্জিৎ মল্লিক
সুমিত্রা মুখার্জী
সাবিত্রী চ্যাটার্জী
কালী ব্যানার্জী
উৎপল দত্ত
ভানু ব্যানার্জী
শেখর চ্যাটার্জী
জ্ঞানেশ মুখার্জী
সর্বেন্দ্র
সুখেন দাস
অনুপকুমার
সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য
পদ্মা দেবী
অলকা গাঙ্গুলী ॥ তপতী ব্যানার্জী
শঙ্কর ॥ চিত্ত ॥ প্রেমাংশু
দেবনাথ ॥ রাম ॥ অসীম ॥ শ্যামল
অনিল ॥ ভোলানাথ ॥ রতন
অরূপ ॥ বীরেন ॥ গণেশ
উষা ॥ মণি শ্রীমানি ॥ সুমিত্রা
পূর্ণিমা ॥ পুতুল ॥ মাঃ বাবু এবং
নবাগতা : পূরবী ভট্টাচার্য্য

হরিদাস সান্যাল প্রযোজিত • রূপসী পিকচার্সের

জরাসন্ধের

মসীরেখা

সুপ্রিয়া দেবী
অনিল চ্যাটার্জী
কালী ব্যানার্জী
দিলীপ রায়
জ্ঞানেশ
অভিনীত

পরিচালনা

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত • হেমন্ত মুখার্জী

চিত্রনাট্য • অরবিন্দ মুখার্জী ও বীরু মুখার্জী

প্রস্তুতির পথে

বিশ্ব পরিবেশনা • নর্মদা চিত্র

QUALITY ART PRESS • 132, B. K. Paul Avenue, Cal-5 • 55-8105